

**POST GRADUATE CERTIFICATE IN BANGALA
HINDI TRANSLATION PROGRAMME
(PGCBHT)**

०६०
१००

सत्रांत परीक्षा

जून, 2016

**एम.टी.टी.-003 : बांगला-हिन्दी के विभिन्न भाषिक क्षेत्रों में
अनुवाद**

समय : ३ घण्टे

अधिकतम अंक : 100

नोट : सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।

1. समाचारों का अनुवाद करते समय किस प्रकार की सावधानियाँ 20
बरतनी होंगी, सोदाहरण समझाइए।

अथवा

मातृभाषा के प्रभाव के कारण अनुवाद में किस प्रकार की विसंगतियाँ उत्पन्न होती हैं? उनसे बचने के उपाय क्या हैं,
सोदाहरण समझाइए।

2. निम्नलिखित बांगला शब्दों के हिन्दी पर्याय लिखिए : 5

वच्चर	অগত্যা	সমাজেরাল	প্রতিশ্রূতি
কাছেপিঠে	এই বেশ	নথিভুক্ত	মাইনে
ভালবাসা	সামাল	দিতে	

3. निम्नलिखित हिन्दी शब्दों के बांगला-पर्याय लिखिए : 5

কীচড়	তত্কালীন
মুস্কান	তবাহী
মাং	নেক কাম
দোপহর	আত্মনির্ভর
সমাপন	বহতা হৈ

4. नीचे दिए गए शब्दों का बांग्ला और हिन्दी में अर्थ बताते हुए 20
हिन्दी और बांग्ला में उनका प्रयोग करें :
- | | | | |
|-----------|-------|----------|--------|
| उद्भट | आयु | अतिरिक्त | अभ्यास |
| प्रतिष्ठा | विचार | व्यर्थ | चर्चा |
| धूप | ध्यान | | |

5. निम्नलिखित में से किन्हीं चार का हिन्दी में अनुवाद कीजिए :
- (a) सकाल प्राय न'टार समय माधव वह थेके मुख तोले।
मानसी कथा बलार साहस ओ सुयोग पाय। माधवके
देखेह एখন टেर पाओয়া যায় গভীর মনোযোগের সঙ্গে
তশ্য হয়ে পড়ার ঘোরটা তার কেটে গেছে। $4 \times 10 = 40$
'সারারাত পড়েছো'
- মানসীর সুরটা রাগ আর অভিমান মেশানো
অনুযোগের। 'সারারাত ? তুমি সারারাত জেগে থেকে
আমায় পড়তে দেখেছো নাকি ?'
- 'এগারোটায় শুলাম, দেখলাম পড়েছো। পাঁচটায়
উঠলাম, তখনও দেখলাম পড়েছো। সেই একভাবে
বসে। সিগারেটের ছাই যা জমেছে দেখছি একটা
উনানের ছাই-এর চেয়ে কম হবে না, এসব দেখে মনে
হবে না, তুমি হয়তো সারারাত ঠায় জেগে পড়েছো ?'
'তা মনে হতে পারে বটে !'
- 'তামাশা করছি না।'
- 'নিশ্চয় না।'
- মানসী আলগা আঁচলটা গায়ে জড়িয়ে দেয়। 'ন' টা
বাজে। ভোরে চারু উনানে আঁচ দিয়ে গেছে, সেই
থেকে নিজের মনে উনান জ্বলছে। শুধু কয়লা
চাপিয়ে যাচ্ছি। চারবার না পাঁচবার শুধু তোমার
চায়ের জল ফুটলো ব্যাস।' 'কেন ?'
- কাল রেশন আনোনি! আজ এখনো বাজার এলো

না, থলি খালি, ঝুড়ি খালি, উনানে চাপাব কি?’

‘এতক্ষণ বলো নি কেন?’

মুখে শুধু একটা বিষম কাতর নালিশের ভঙ্গি ফোটে মানসীর। মুখ ফুটে সে কিছুই বলে না। মাধব শেষ সিগারেটটা ধরায়।

(b)

কলকাতায় লীজ ভিত্তিতে

এন.বি.টি’র কার্যালয়ের জন্য স্থান

মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক, ভারত সরকারের স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়ার পূর্বাঞ্চল কার্যালয়ের জন্য এবং বই বিক্রয় কেন্দ্রের জন্য উপযুক্ত জায়গা প্রয়োজন। 2500 বর্গফুট যুক্ত এই জায়গা একতলা বা (গ্রাউন্ড ফ্লোর)-এ এবং সল্টলেক, ক্যামাক স্ট্রীট, পার্ক স্ট্রীট, শেক্সপিয়র সরণি, গড়িয়াহাট, রবীন্দ্র সদন, এলগিন রোড প্রভৃতি এলাকার মধ্যে হলে ভালো হয়।

কার্যালয়ের জায়গাটি মূল এলাকার সম্মুখস্থ হতে হবে এবং কার্যালয় ও ব্যবসায়িক ব্যবহারের জন্য অনুমোদিত হতে হবে।

আগ্রহী ব্যক্তি বা সংস্থা তাঁদের আবেদন ও প্রস্তাব জায়গাটির ছবি ও নক্সাসহ পাঠান এন.বি.টি’র আঞ্চলিক প্রবন্ধক, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া, পূর্বাঞ্চলীয় কার্যালয়, জালান সেবা ট্রাস্ট বিন্ডিং, 61 মহাআয়া গার্বী রোড, কলকাতা-700073 কে। আবেদন পত্র পাঠানোর শেষ তারিখ 7 ফেব্রুয়ারী 2014।

নির্দেশক, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া কর্তৃক কারণ না দর্শিয়ে যে কোনো প্রস্তাব গ্রহণ ও বাতিল করার অধিকার সংরক্ষিত।

(c) সুকান্তের যখন শৈশবকাল, তখন তার বাবা ও তার জ্যাঠামশাই একসঙ্গে বেলেঘাটার হরমোহন ঘোষ লেনে একটি দু'তলা মাটকোঠায় বাস করতেন। ওঁদের একটি টৌল আর একটি বইয়ের দোকান ছিল। সুকান্তের জ্যাঠামশাই কৃষ্ণচন্দ্র ওই টৌলটি নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন। আর বইয়ের দোকানটি দেখাশোনা করার ভাব ছিল ওর বাবা নিবারণচন্দ্রের ওপর।

সুকান্ত ছিল তার পিতামাতার দ্বিতীয় সন্তান। সুকান্তরা ছিল ছয় ভাই : সুশীল, সুকান্ত, প্রশান্ত, বিভাস, অশোক এবং অমিয়। সুকান্তের বয়স যখন মাত্র ছ'বছর তখন বাংলা 1339 সালের শ্রাবণ মাসে সুকান্তের একমাত্র বৈমাত্রের বড় দাদা মনোমোহন ভট্টাচার্যের বিবাহ হয়। সুকান্ত তখন ছিল খুব কালো আর রোগা। তবু বাড়ির সকলের আদরের ছিল সে। মনোমোহন বাবুর স্ত্রী সরযু দেবীও তাকে খুব আদর করতেন। তিনি বলেন সুকান্তের সেই শৈশবকালে পড়াশোনায় সুকান্তকে হাতে খড়ি দিয়েছিলেন তিনি। তিনিই সুকান্তকে অক্ষর পরিচয় করান। যোগীন্দ্রনাথ সরকারের 'খুকুমণির ছড়া' বইটা আনিয়ে তিনি সুকান্তকে ছড়া পড়তেন আর সুকান্ত সেই সব ছড়া শুনে শুনেই মুখ্যত করে নিত। তারপর তা শোনাত বাড়ির সকলকে।

এমনি করে সুকান্ত মানুষ হয়ে উঠলো এক ঘোথ পরিবারে যেখানে একদিকে ছিল প্রাচীন সংস্কৃত, সাহিত্য ও শাস্ত্রচর্চা অন্যদিকে অতি স্বাভাবিকভাবে যুগের হাওয়ায় নবযুগের সাড়া। রানীদির মাধ্যমে রবীন্দ্রকাব্যশুভ্রতি আর দূর সম্পর্কের কাকা সরোজ ভট্টাচার্য এবং জেঠতুত দাদা গোপালচন্দ্র ও রাখালচন্দ্র ভট্টাচার্যের মাধ্যমে আধুনিকতার নাড়া। বাংলা সাহিত্যে তখন কল্লোল-কালি-কলম প্রগতির যুগ।

(d) (তিন্তাৰ ঘৰ। দীপঙ্কৰ একা মঞ্চে। রাজেৰ সামনে
দাঁড়িয়ে বই উলটোছে। তিন্তা বাইৱে থেকে ঢোকে।
বোৰা যায় স্কুল থেকে ফিরছে।)

দীপঙ্কৰ : কী রে স্কুল ছুটি হয়ে গেল ?

তিন্তা : হ্যাঁ। (ব্যাগ রাখে) চা খেয়েছ ?

দীপঙ্কৰ : খেয়েছি। সন্দীপ ফিরল না ?

তিন্তা : ফিরবে। ওকে স্যার ধৰে নিয়ে গেলেন
বাড়িতে।

দীপঙ্কৰ : প্ৰবোধবাবু সন্দীপকে বেশ শ্ৰেষ্ঠ কৱেন,
তাই না ?

তিন্তা : হ্যাঁ, তুমি বোসো। আমি শাড়িটা ছেড়ে
আসছি।

দীপঙ্কৰ : দুপুৰে কাজেৰ মেয়েটি এসে বলে
গেল, বিকেলে নাকি আসতে পাৰবে
না। শৰীৰ খাৰাপ। (বই উলটোয়)
এ বইটা সন্দীপেৰ নাকি রে ?
খোয়াবনামা-আখতাৰুজ জামান
ইলিয়াস। খানিকটা পড়লাম। বেশ
অন্যথৰনেৰ লেখা। (তিন্তাড্রেসিংগাউন
পৱে আসে) বোস। খাৰাৰ গৱম কৱে
ৱেথেছি।

তিন্তা : সেকী ! তুমি আবাৰ ওসব কৱতে গেলে
কেন ?

দীপঙ্কৰ : ওই যে- কাজেৰ মেয়েটি আসবে না
শুনলাম।

তিন্তা : (ফ্লাক্ষ থেকে চা ঢালে) এবাৰ যেন
কোনদিকে যাবে বললে ?

দীপঙ্কৰ : জোংৰি দোচালা

তিন্তা : বাবাঙ -সে তো শুনেছি বেশ টাফ কুট।

দীপঙ্কৰ : খুব একটা নয়। আমি এৱ আগে বার
দুয়েক গেছি।

- (e) আকাঞ্চা তাকে শান্তি দেয়নি,
শান্তির আশা দিয়ে বারবার
লুক করেছে। লোভ তাকে দূর
দুঃস্থ পাপের পথে টেনে নিয়ে
তবুও সুখের ক্ষুধা মেটায়নি,
দিনে-দিনে আরও নতুন ক্ষুধার
সৃষ্টি করেছে! সুখলোভাতুর
আশায় দিয়েছে আগুন জ্বালিয়ে।
এই যে আকাশ, আকাশের নীল,
এই যে সুস্থসবল হাওয়ার
আসা-যাওয়া, রূপরঙ্গের মিছিল,
কোনোখানে নেই সান্ত্বনা তার।
বন্ধুরা তাকে যেটুকু দিয়েছে,
শক্ররা তার সব কেড়ে নিয়ে
কোনো দূরদেশে ছেড়ে দিয়েছিল
কোনো দুর্গম পথে।
- (f) “ও পি--ও পিপি--ও প্রফুল্ল--ও পোড়ারমুখী।”
“যাই মা।”
মা ডাকিল--মেয়ে কাছে আসিল। বলিল, “কেন
মা?”
মা বলিল, “যা না-ঘোষেদের বাড়ী থেকে একটা
বেগুন চেয়ে নিয়ে আয় না।”
প্রফুল্লমুখী বলিল, “আমি পারিব না। আমার চাইতে
লজ্জা করে।”
মা। তবে খাবি কি? আজ ঘরে যে কিছু নেই।
প্র। তা শুধু ভাত খাব। রোজ রোজ চেয়ে খাব কেন
গা?
মা। যেমন অদৃষ্ট ক'রে এসেছিলি। কাঙ্গাল গারিবের
চাইতে লজ্জা কি?

প্রফুল্ল কথা কহিল না। মা বলিল, “তুই তবে ভাত চড়াইয়া দে, আমি কিছু তরকারির চেষ্টায় যাই।”

প্রফুল্ল বলিল, “আমার মাথা খাও, আর চাইতে যাইও না। ঘরে চাল আছে, নুন আছে, গাছে কাঁচা লক্ষ্মা আছে-মেয়ে মানুষের তাই ঢের।”

অগত্যা প্রফুল্লের মাতা সম্মত হইল। ভাতের জল চড়াইয়াছিল, মা চাল ধুইতে গেল। চাল ধুইবার জন্য ধূচুনি হাতে করিয়া মাতা গালে হাত দিল। বলিল, ‘চাল কই?’ প্রফুল্লকে দেখাইল, আধ মুটা চাউল আছে মাত্র-তাহা একজনেরও আধপেটা হইবে না।

মা ধূচুনি হাতে করিয়া বাহির হইল। প্রফুল্ল বলিল, কোথা যাও?”

মা। চাল ধার করিয়া আনি - নইলে শুধু ভাতই কপালে জোটে কই?

প্র। আমরা লোকের কত চাল ধারি- শোধ দিতে পারি না-তুমি আর চাল ধার করিও না।

মা। আবাগীর মেয়ে, খাবি কি? ঘরে যে একটি পয়সা নাই।

6. নিম্নলিখিত মেঁ সে কিসী এক কা বাংলা মেঁ অনুবাদ কীজিএ :

10

(a) মেঁনে ভাঈ কা চেহু দেখা। বে মেরি ওৱে দেখ রহে থে।
উনকী আঁখেঁ লাল র্থীঁ ওৱে উনমেঁ কুৰুণা ওৱে কাতৰতা
ধীঁ, জৈসে বে মুঝসে যাচনা কুৰে রহে হোঁ কি মেঁ সচ বোল দুঁঁ।
লেকিন তব তক দেৱ হো চুকী ধীঁ। উনহেঁ সজা মিল চুকী
ধীঁ। ফিৰ ইতনী জল্দ বাত কো বিলকুল বদলনা মুঝে
সংভব ধী নহৰ্ণ লগ রহা থা। ক্যা পতা, পিতাজী ফিৰ মুঝে
হী মাৰনে লগতে! মেঁ ডৰ রহা থা।

যহ ঘটনা বৰ্ষো পুৱানী হৈ। লেকিন ভাঈ কী বে
কাতৰ আঁখেঁ অব ধী মুঝে কভী-কভী ঘূৰনে লগতী হৈন।
যাচনা কৰতী হুই, সচ বোলনে কী ভীখ মাঁগতী হুই।

मेरी स्मृति में जब भी वे आँखें जाग उठती हैं, मेरी पूरी चेतना ग्लानि, बेचैनी और अपराध-बोध से भर उठती है।

मैं अपने इस अपराध बोध के लिए क्षमा माँगना चाहता हूँ। इस अपराध की सज्जा पाना चाहता हूँ। लेकिन अब तो माँ और पिताजी भी नहीं हैं, जिनसे मैं यह बताऊँ कि उस दिन ठीक-ठीक क्या हुआ था।

भाई ही मुझे क्षमा कर सकते हैं, जिन्हें मेरे झूठ का दंड भोगना पड़ा। उनसे मैंने इस घटना का जिक्र भी करना चाहा, लेकिन उन्हें वह घटना याद ही नहीं। वे इसे बिल्कुल, पूरी तरह भूल चुके हैं।

(b) नागर्जुन ने पहले 'यात्री' के नाम से मैथिली में कविताएँ की। 'यात्री' शब्द रवीन्द्रनाथ टैगोर से लिया। उनकी दो पुस्तिकाएँ-बूढ़वर' और 'विलाप' हाटों, बाजारों और मेलों में बिकती थीं। जनकवि बाबा कविता-पाठ करते पुस्तिकाओं को खुद बेचते थे। लोककवि की यही तो निशानी है। 'पारे' और 'चित्रा' संग्रह मैथिली कविताओं के छपे थे। साहित्य अकादमी का पुरस्कार मैथिली कविताओं के लिए ही मिला।

नागर्जुन ने गाँव में रहते जाति-पाँति के अनाचार, जर्मांदारों का शोषण और सत्ता की तानाशाही में पिसती जनता को देखा, तो विहळ हो उठे। सिकुड़-सिकुड़ घुटते हुए जीना और मार सहना उन्हें नहीं जमा, सो मुक्ति की तलाश में गौतम बुद्ध बने सिद्धार्थ की तरह घर से निकल पड़े।

मध्ययुग के तमाम संत-कवियों के घर-गृहस्थी छोड़ने के यही तो कारण थे। उन लोगों ने माया छोड़ी और जगत् के नागरिक बन गये और संत हो गए। आधुनिक युग में माया-मोह छोड़ जगत् के नागरिक बने प्रगतिशील कवि-नागर्जुन, त्रिलोचन और शमशेर।